BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 14(21), 2018: 43-58

Copyright © BIIT

ISSN 1816-689X

ওয়াক্‌ফ ফান্ড এবং সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
(Waqf Fund and its Role in the Social Development: Bangladesh Perspective)

ড. মো: আহসানউল্লাহ মিঞা*

সারসংক্ষেপ: ওয়াক্‌ফ একটি দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক কাজ। ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে, মিশন ও ভিশন ব্যতিক্রমধর্মী ও সুদূর প্রসারী। ইসলামি শরিআহর দৃষ্টিতে দাতব্য সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহর জন্য নিরোধ রেখে তার মুনাফা আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বৈধ খাতে দান করা হচ্ছে ওয়াক্‌ফ। ইসলামে ওয়াক্‌ফ এক ধরনের সাদাক্বাহ জারিয়াহ যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। ধর্মীয়, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, উন্নয়নে যুগ যুগ ধরে ওয়াক্‌ফ ফান্ড অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ইসলামে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানটি রসুলুল্লাহ সা.-এর হাতে সূচনা হয়ে বিকশিত হয় সাহাবায়ে কেরামের অংশগ্রহণে। পরবর্তিতে তাবিঈ'ন, তাবে' তাবিঈ'ন ও অন্যান্য দানশীল মুসলমানগণের ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে ওয়াক্‌ফ-এর বিস্তৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় পাক-ভারত উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে (তৎকালিন বঙ্গদেশ) ইসলামের আগমনের সাথে সাথে দানশীল মুসলমানদের উদ্যোগে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন শুরু হয়। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখার নিমিত্তে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ ও উৎসর্গ প্রবণ মুসলমানদের মধ্য থেকে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে অসংখ্য ওয়াক্‌ফ চালু হয়েছে। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন-এর অধীনে বর্তমানে নিবন্ধিত অথবা নিবন্ধনের বাইরে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক। তাছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থার অধীন ওয়াক্‌ফ এস্টেট রয়েছে যা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সর্বজন স্বীকৃত যে, সরকারি ও বেসরকারিভাবে ওয়াক্‌ফ ফান্ড এখন আমাদের দেশে সামাজিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাত- দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যখাত ও জনকল্যাণমূলক কাজ। প্রবন্ধটিতে আমরা প্রধানত ওয়াক্‌ফ-এর ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন, এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, বৈধতার দলিল, বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ওয়াক্‌ফ আইন, ওয়াক্‌ফ ফান্ড, স্বত্বভোগী বা সেবাপ্রাপ্তখাতসমূহ এবং সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের ভূমিকা, ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যা ও তার সমাধান আলোকপাত করেছি।

মূল শব্দসমূহ: ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ ফান্ড, ওয়াক্‌ফ আইন, ওয়াক্‌ফ প্রশাসন এবং সামাজিক উন্নয়ন।

Abstract: Waqf is a charitable and altruistic activity. The definition, aims and objectives, mission and vision of Waqf in Islam are unique and profound. In Shariah, Waqf refers to the retention of any property in Almighty Allah's ownership, which can be benefitted from, by suspending disposal of it and dedicating its revenues to public use as an act of charity. In Islam, Waqf is a Sadaqa Jaariyah (perpetual charity) that yields a prosperous life here and

* ড. মো: আহসানউল্লাহ মিঞা, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও অধ্যাপক (খণ্ডকালিন শিক্ষক), আরবি বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। E-mail: drahsanullah@gmail.com

hereafter. Waqf funds have been playing a vital role in religious, familial and socio-economic progress throughout the ages. This concept was introduced by our Holy Prophet Muhammad (SAAS) and was carried on by his companions, his righteous followers of early generation and Muslim philanthropists. Through their devotion and sacrifices, this concept has spread all over the world. Subsequently, this concept has gained widespread acceptance as Islam reached the Indian Sub-continent including the Bengal. Numerous Waqf organisations have been established by the pious and devoted Muslims, on personal and institutional levels, with a view to upholding its aims and objectives. Currently, more than 150,000 registered and unregistered Waqf estates are operating under Bangladesh Waqf Administration. Besides, there are many privately operated Waqf estates that are not included in this estimation. It is universally accepted that these Waqf funds have been playing a praiseworthy role in various government and non-government sectors. Some of the important sectors of Waqf funds for social development are religious institutions, academic institutions, healthcare, public welfare, etc. In this article, we will mainly discuss about the historical context of Waqf, practice of Waqf in Islam, its definition and classification, textual evidence of permissibility, Waqf administration in Bangladesh, legislation, Waqf funds, beneficiary sectors, the role of Waqf fund in social development and some challenges encountered in Waqf administration as well as their solutions.

Keywords: Waqf, Waqf fund, Waqf legislation, Waqf administration and Social development.

ভূমিকা

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ইতিহাসে প্রমাণিত। তবে ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে একদিকে জনকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন, অপরদিকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ। ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয় ও বহুমুখী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বৈধ খাতে এর সেবা আজ বিস্তৃতি লাভ করেছে গোটা বিশ্বে। রূপায়িত হয়েছে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। ওয়াক্‌ফ ফান্ডের বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও অধিক কল্যাণধর্মী কাজে প্রয়োগের নিমিত্তে সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসন- এমনটি পৃথক মন্ত্রণালয়। যেমনটি দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যসহ কোনো কোনো মুসলিম দেশে। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে একদল ধর্মপ্রাণ ও ত্যাগী মুসলিম দা'য়ীদের মাধ্যমে। তাঁদের দানশীল মন ও হাতের কারণে এদেশে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানগুলোর সূচনা হয়েছে এবং ওয়াক্‌ফ ফান্ড যুগ যুগ ধরে সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এদেশের মুসলমান স্বভাবগতভাবে ধর্মপ্রাণ ও দানশীল হওয়ার কারণে তৎকালে ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম ব্যাপক উন্নয়ন লাভ করে। বিশেষ করে মোঘলদের ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চলাকালে উহার ব্যাপক উন্নয়ন ও গতি বৃদ্ধি হয়। এর গতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে তৎকালিন বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ ও উৎসর্গ-প্রবণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ওয়াক্‌ফ চলমান ছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলে অবশ্য এর গতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়। যদিও ১৯৩৪ সালে তাদের পক্ষ থেকে নাম মাত্র একটি আইন পাস করার মাধ্যমে উহার দ্বার উন্মুক্ত রাখা

হয়। পাকিস্তান জন্ম নেয়ার পর ঐ আইনকে সংশোধন ও পরিবর্ধন করে ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াক্‌ফ আইন তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে পুনরায় এর গতিসঞ্চার করা হয়। ঐ আইনের আলোকেই সংশোধিত "বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ আইন, ১৯৬২"-এর অধীনে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ওয়াক্‌ফকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছেন। বর্তমানে দেশের বিশাল ওয়াক্‌ফ ফান্ড বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে সামাজিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। এর মূলে রয়েছে এ দেশের মুসলমানগণের স্বভাবগত ধর্মপ্রাণ জীবন ও দু'জাহানের কল্যাণ প্রত্যাশা। মুসলমানগণের ধর্মীয় ও ত্যাগী মন-মানসিকতার কারণে এদেশের বুকে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন যুগ যুগ ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ওয়াক্‌ফের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ করা যাচ্ছে।

আলোচ্য এ প্রবন্ধে ওয়াক্‌ফ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। এর মধ্যে ওয়াক্‌ফ-এর ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ও ওয়াক্‌ফ-এর সংজ্ঞা, ওয়াক্‌ফ-এর বৈধতার দলিল, ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী, ওয়াক্‌ফ-এর প্রকারভেদ, বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ও এর আইনের বিবর্তন, ওয়াক্‌ফ ফান্ড কর্তৃক সেবা প্রাপ্ত খাতসমূহ এবং সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের ভূমিকা। তাছাড়া ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনায় উদ্ভূত কিছু সমস্যা ও প্রস্তাবিত সমাধান পেশ করা হয়েছে।

ওয়াক্‌ফ-এর ঐতিহাসিক পটভূমি

ঐতিহাসিকভাবে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ও ধরন নিয়ে মূলত দু'টি যুগের আলোকপাত করবো। প্রথম যুগ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং অপরটি ইসলামের আবির্ভাবের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত চলমান।

ইসলামের পূর্বের যুগে ওয়াক্‌ফ ও এর প্রকারভেদ

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ছিল। তবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ওয়াক্‌ফ সম্পদের ধরন ছিল ইসলামি ওয়াক্‌ফের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী। যেমন, প্রাচীনকালে মিশরীয়দের ওয়াক্‌ফ ছিল উপাসনালয় ও গোরস্থানের নামে জমি বরাদ্দকরণ। এসব জমির মুনাফা থেকে উপাসনালয় ও গোরস্থানের মেরামত, গণক বা জ্যোতিষীদের খরচ এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের ব্যয়-ভার বহন করা হতো। দ্বিতীয় ফেরাউন "এড্রুস" নামক উপাসনালয়ে প্রচুর জমি-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। তৎকালীন মিশরীয়দের মধ্যে "ফ্যামিলি ওয়াক্‌ফ" বা "পারিবারিক ওয়াক্‌ফ"-এর প্রচলন ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পত্তির মূল অংশ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় করা (আল-হালওয়াজি, ২০১৩)।

গ্রিক জাতির মাঝেও ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ছিল। ঈসা আ. -এর জন্মের প্রায় চারশত বছর পূর্বে "সাইমুন" নামক এক ইহুদি ব্যক্তি গ্রিক দার্শনিক প্লেটোকে তাঁর একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশাল আয়তনের জায়গা ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ সালে প্লেটো মারা যাওয়ার পূর্বক্ষণে ঐ ওয়াক্‌ফ-এর মুনাফা থেকে তাঁর একাডেমি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য অসিয়ত করে যান।

অনুরূপভাবে, রোমান জাতির মাঝেও ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রাচীন পশ্চিমা জাতির মাঝে ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ছিল। এমনকি পারিবারিক ওয়াক্‌ফ-এর ব্যাপারে ফ্রান্সে একটি সরকারি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এর ধরন ছিল, পিতা তাঁর পুত্র সন্তানের জন্য কিছু জমি-সম্পত্তি দান করতে পারবেন অথবা এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যেতে পারবেন, যার মুনাফা থেকে পুত্র তার ভবিষ্যৎ কল্যাণে ব্যয় করবে। এ ধরনের ওয়াক্‌ফ-এর নামকরণ ছিল 'পরিবর্তনশীল হেবা'। এছাড়া ফ্রান্সে "ফিলানথ্রপিক ওয়াক্‌ফ" বা কল্যাণমুখী ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন ছিল। যার ধরন ছিল, কোনো সম্পদের মূল অংশ স্থায়ীভাবে বরাদ্দকরণ ও তার মুনাফা থেকে বিভিন্ন চ্যারিটি কাজকর্ম করা। আমেরিকা ও ব্রিটেনে উল্লেখিত উভয় প্রকারের ওয়াক্‌ফ-এর প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ

“ফ্যামিলি ওয়াক্ফ” এবং ”ফিলানথ্রপিক্ ওয়াক্ফ”। প্রথম প্রকার ওয়াক্ফ-এর লক্ষ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অশিক্ষিতদের সাহায্যে ব্যয় করা। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াক্ফ-এর লক্ষ্য ফকির, মিসকিন ও ইয়াতিমদের কল্যাণে ব্যয় করা। এর মধ্যে কিছু ওয়াক্ফ ছিল দীর্ঘমেয়াদি আর কিছু ছিল স্বল্পমেয়াদি। প্রাচ্যের অনেক দেশে এখনো ওয়াক্ফ-এর প্রচলন বিদ্যমান, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াক্ফ সম্পত্তি বর্তমান বিশ্বে সব দেশের চেয়ে সর্বাধিক, যার পরিমাণ ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ৩২ বিলিয়ন ডলার (প্রেস রিলিজ, হার্ভাড গেজেট, সেপ্টেম্বর ২২,২০১১)।

জাহেলি যুগে আরব জাতির মধ্যে ওয়াক্ফ-এর প্রচলন ছিল। তবে তাদের অধিকাংশ ওয়াক্ফ ছিল জন্তু জাতীয়। যেমন, ‘বাহীরাহ’ (যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হতো), ‘সায়িবাহ’ (যে জন্তু প্রতিমার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হতো), ‘ওয়াসিলা’ (কোনো উটনী উপর্যুপরি মাদী প্রসব করলে তাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো) এবং ‘হাম’ (যে উট দ্বারা বিশেষ সংখ্যক প্রজনন নেয়ার পর তা প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া হতো) (আল বুখারি, ২০০২)। এসব জন্তু ওয়াক্ফ করা হয় বলে জাহেলি যুগের আরবদের নিকট এগুলো দ্বারা অন্য কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামে এ ধরনের ওয়াক্ফ হারাম।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন:

> ما جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرةٍ ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وأَكثَرُهُم لا يَعقِلُونَ
>
> অর্থ: বাহীরাহ, সায়িবা, ওয়াসিলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেননি, বরং কাফেরগণ আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না (সুরা মায়েদা, ০৫: ১০৩)।

ঐ যুগে আরবদের কাছে আরো এক ধরনের ওয়াক্ফ ছিল কাবা ঘরের জন্য। কাবা ঘরের গিলাফ, নির্মাণ ও সংস্কার খরচ ইত্যাদি। কথিত আছে, ইসলামের পূর্বে আরবদের নিকট পরিচিত প্রথম ওয়াক্ফ বলতে এটাই ছিল (ইবন খালদুন, ২০০৫ ও আদরইউয়িশ, ১৪২০)। প্রতিবছর তারা এখানে হজ করতে আসতো, কাবাঘর তাওয়াফ করতো, এমনকি ইসলামের নিকটতম জাহেলিযুগে কাবাঘরকে তারা মূর্তি রাখার স্থান করে নিয়েছিল।

ইসলামি যুগে ওয়াক্ফ

ইসলামে সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ চালু হয় রসুলুল্লাহ সা.-এর হাতে। হিজরত করে মদিনা শরিফে গমন করার পর পরই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন “মসজিদে কুবা” ও “মসজিদে নববী” যা ইসলামের সর্বপ্রথম “দ্বীনি ওয়াক্ফ”। মদিনা শরিফে ‘মুখাইরিক’ নামক এক ইহুদীর নিকট থেকে রসুলুল্লাহ সা. হাদিয়া স্বরূপ সাতটি বাগান পেয়েছিলেন। রসুলুলাহ সা. এগুলোর মুনাফা দাতব্য ও কল্যাণ কাজে ব্যয় করতেন। মৃত্যুকালে তিনি এগুলো তাঁর কন্যা ফাতেমা রা. কে ওয়াক্ফ করে ইসলামে সর্বপ্রথম “ওয়াক্ফ খাইরী”-এর সূচনা করে গেছেন (সালেহ, ২০১১)।

খায়বার বিজয়ে ওমর রা. কিছু জমি পেয়েছিলেন, এগুলো বিষয়ে পরামর্শের জন্য রসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেসা করলেন, “হে আল্লাহর রসুল! আমি খায়বারে কিছু জমি পেয়েছি, এমন ভালো জমি আমার আর নেই, এ ব্যাপারে আমাকে কি দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন?” রসুলুল্লাহ সা. বললেন, “যদি ইচ্ছে হয় মূল জমিটুকু ওয়াক্ফ করে দাও, আর তার ফসল সাদাক্বাহ করে দাও।” এ কথা শুনে ওমর রা. জমিটুকু ওয়াক্ফ করে দিলেন (আল-বুখারি,২০০২)।

এমনিভাবে রসুলুল্লাহ সা.-এর যুগে তিনি নিজে এবং তাঁর সাহাবাগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামের শুরু থেকে ওয়াক্ফ-এর কাজ চালু করে গেছেন।

ওয়াক্‌ফ-এর সংজ্ঞা

ওয়াক্‌ফ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– আটকে রাখা, বিরত রাখা, আয়ত্তে রাখা, নিরোধ রাখা (ইব্‌ন মান্‌যুর, ১৪১৪ হি.)।

ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর পারিভাষিক বা আইনগত অর্থ নির্ধারণ ব্যাপারে ফক্বীহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। চার মাযহাবের ইমামগণ ও সমকালীন উলামায়ে কেরামের দেয়া কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে: ওয়াক্‌ফ হচ্ছে "মূল মালিকানা নিজের হাতে নিরোধ রেখে কোনো বস্তুর মুনাফা অপরকে দান করা" (ইবনুল হুমাম, ২০০৩ ও আল-কুদুরী, ১৯৯৭)।

ইমাম মালেক রহ. -এর মতে: ওয়াক্‌ফ হচ্ছে "কোনো সম্পদ নিরোধ রেখে উহার মুনাফা জরুরিভাবে দান করা, যদি তার পরিমাণ আনুমানিকও হয়" (আল-হাত্তাব, ১৯৯২)।

ইমাম শাফে'ঈ রহ.-এর মতে: ওয়াক্‌ফ হচ্ছে "মুনাফাযোগ্য সম্পদের মূল নিরোধ রেখে উহার মুনাফাটুকু বিদ্যমান ও বৈধ খাতের কল্যাণে ব্যয় করা" (আল মুছলী, ১৯৯০)।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল রহ.-এর মতে: ওয়াক্‌ফ হচ্ছে "কোনো মুনাফাযোগ্য সম্পদের মূল নিরোধ রেখে ওয়াকিফ (ওয়াক্‌ফকারী) বা প্রমূখের পরিবর্তে উহার স্বাধীন মালিকানা বজায় রেখে উহার মুনাফা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে দাতব্য এবং মুনাফা যোগ্য খাতে কাজে লাগানো" (আল হিজাযি, ২০০২ ও আল-কুদুরী, ১৯৯৭)।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. -এর মতে: ওয়াক্‌ফ হচ্ছে "কোনো সম্পদের মূল অংশ আল্লাহর মালিকানায় রেখে আল্লাহর নামে উহার মুনাফা তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণে দান করা" (আল হিজাযি, ২০০২ ও আল-কুদুরী, ১৯৯৭)।

বর্তমান বিশ্বের ইসলামি অর্থনীতির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদ ড. এম উমর চাপড়ার মতে ওয়াক্‌ফ হচ্ছে, "বিশেষ কোনো দাতব্য কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে যে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয় তা" (চাপড়া, ১৯৯২)।

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ বিষয়ক আইন গ্রন্থে "ওয়াক্‌ফ বলতে ইসলাম ধর্মীয় কোনো স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যেকোনো ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করাকে বুঝায় এবং উহাতে অমুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক পূর্ব বর্ণিত উদ্দেশ্যে অপর যে কোনো দানকেও বুঝায়" (মিয়া, ২০১৩)।

কিন্তু ওয়াক্‌ফ-এর বৈশিষ্ট্য ও শর্ত সম্বলিত অধিক অর্থবহ সংজ্ঞা পাওয়া যায় আল্লামা আবু যাহ্‌রা-এর সংজ্ঞায়। তিনি বলেন: "ওয়াক্‌ফ হচ্ছে এমন গচ্ছিত সম্পত্তি যা বিক্রয় কিংবা হেবা বা মিরাস সূত্রে হস্তান্তর যোগ্য নয় এবং উহার মুনাফা থেকে ওয়াকিফের শর্ত সাপেক্ষে দাতব্য বা কল্যাণকর বা কোনো নেক কাজে ব্যয় করা হয়" (আবূ যাহরাহ, ১৯৭১)।

ইসলামে ওয়াক্‌ফ-এর বৈধতার দলিল

ওয়াক্‌ফ-এর বৈধতা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা'র দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। যদিও কুরআন এবং সুন্নাহ্‌তে ওয়াক্‌ফ শব্দটি হুবহু উল্লেখ নেই, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বা দানার্থে যে সব আয়াত ও হাদিস রয়েছে তার মাধ্যমেই ওয়াক্‌ফ-এর অর্থ বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআন থেকে দলিল

ওয়াক্ফ-এর অর্থ বহনকারী আয়াতসমূহ থেকে এখানে দুটি আয়াত উল্লেখ করা হলো:

لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنفِقُوا مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ.

> তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত (সুরা আলে ইমরান, ০৩: ৯২)।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم ولاَ خَوف عَلَيهِم ولاَ هُم يَحزَنُونَ.

> যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পূণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখও পাবে না (সুরা বাকারা, ০২: ২৭৪)।

সুন্নাহ থেকে দলিল

রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:

إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِن ثَلَاثٍ:صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ،أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدعُو لَهُ.

> আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতিত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়; সাদাক্বাহ জারিয়াহ, যে ই'লম দ্বারা উপকার পাওয়া যায় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে (আল কুশাইরি, ১৯৯১)।

অন্য হাদিসে আনে:

مَنِ احتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيماناً بِاللهِ وتَصدِيقاً بِوَعدِهِ، فَإِنَّ شَعرَهُ وَرَوثَهُ، وَبَولَهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ.

> যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ইমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া নিরোধ (ওয়াক্ফ) করে, তাহলে তার পশম, পায়খানা ও প্রস্রাব সবই ঐ ব্যক্তির নেকের পালায় ওজন হবে (আল-বুখারি, ২০০২)।

অন্য হাদিসে বলেছেন:

إِنَّ مِمَّا يَلحَقُ المؤمِنَ مِن عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعدَ مَوتِهِ عِلماً عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ،وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، أَو مُصحَفاً وَرَّثَه أو مَسجِداً بناه أو بَيتاً لابنِ السَّبِيلِ بَنَاُه، أو نَهراً أَجرَاه، أَو صَدَقةً أَخرَجَها مِن مَالِهِ فِي صِحَّتِه وحَيَاتِهِ تَلحَقُه مِن بَعدِ مَوتِهِ.

যে সব আমল ও নেক কাজ মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমলনামায় যোগ হবে তা হলো, সে যে জ্ঞান শিখেছে ও তা প্রচার করে গেছে, অথবা কোনো নেক সন্তান রেখে গেছে, অথবা কুরআন শরিফ উত্তরাধিকার করে গেছে, অথবা কোনো মসজিদ তৈরি করে গেছে, অথবা মুসাফিরের জন্য কোনো মুসাফিরখানা তৈরি করে গেছে, অথবা (পানির জন্য) কোনো নদী তৈরি করে গেছে, অথবা তার জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় সম্পদ থেকে কোনো সাদাক্বাহ করে গেছে, মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় এসব যোগ হতে থাকবে (ইব্‌ন মাজাহ, ১৯৯১)।

ইজমা থেকে দলিল

ওয়াক্‌ফ এর বৈধতার ব্যাপারে ইজমা'র দলিলসমূহের মধ্যে সাহাবি জাবের রা. বলেন:

لَمْ يَكُن أَحَدٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ذُو مَقدِرَةٍ إِلَّا وَقَفَ.

নবি কারীম সা. এর সাহাবাগণের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি সামর্থ্যবান অথচ ওয়াক্‌ফ করেননি (ইব্‌ন কুদামাহ, ১৯৯৭)।

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন:

إِنَّ المسأَلَةَ إِجمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمَانَ وعَلِياًّ وعَائِشَةَ وفَاطِمَة وعَمرَو بنَ العَاصِ

وابنَ الزُّبَيرِ وجَابِراً كُلُّهُم وَقَفُوا الأَوقَافَ، وأَوقَافُهُم بِمَكَّةَ والمدِينَةِ مَعرُوفَةٌ مَشهُورَةٌ.

(ওয়াক্‌ফ-এর) বিষয়টির ব্যাপারে সাহাবাগণের ঐক্যমত্য রয়েছে। কেননা আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, আয়েশা, ফাতেমা, আ'মর ইবনুল আ'স, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের এবং জাবের- তাঁরা সকলেই ওয়াক্‌ফ করেছেন এবং তাঁদের ওয়াক্‌ফসমূহ মক্কা ও মদিনায় সুপ্রসিদ্ধ এবং পরিচিত (আল কুরতুবী, ১৯৬৪)।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযি রাহ. বলেন:

والعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ– وغَيرِهِم، لاَ نَعلَمُ بَينَ المتَقَدِّمِينَ

مِنهُم فِي ذَلك اختِلافاً فِي إجازة وَقفِ الأَرضِينَ وغَيرِ ذَلِكَ.

আর ভূমি সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ ওয়াক্‌ফ করার আ'মলটি ব্যাপারে নবি কারীম সা.-এর সাহাবাগণ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই (আত তিরমিযি, ১৯৯৬)।

ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবার শর্তাবলী

ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবার শর্ত চারটি। যথা: (ক) ওয়াকিফের বিবেকবুদ্ধি সুস্থ থাকা, (খ) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (গ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত হওয়া, (ঘ) ওয়াক্‌ফ কালে সম্পত্তি নিজ মালিকানাধীন থাকা (বুরহানপুরী ও অন্যান্য, ১৩১০ হি.)।

ওয়াক্‌ফ-এর প্রকারভেদ

ওয়াক্‌ফ বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা ফকীহগণের পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, যে দৃষ্টিকোণেই হোক বা যে পদ্ধতিরই হোক, এটি একটি দাতব্য ও কল্যাণমূলক কাজ। তাই ওয়াক্‌ফ-এর প্রকারভেদ মূলত মানুষের প্রচলিত নিয়মের উপর নির্ভরশীল, ফলে গবেষকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিভিন্ন প্রকারভেদে বিন্যাস করেছেন। এখানে শুধুমাত্র দুটি দৃষ্টিকোণে ওয়াক্‌ফ-এর প্রকারভেদ পেশ করা হয়েছে।

প্রথমত: স্বত্বভোগী হিসেবে ওয়াক্‌ফ-এর প্রকারভেদ: ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বত্বভোগী বা সেবা গ্রহণকারী হিসেবে এটি প্রধানত তিন প্রকার:

ক) ওয়াক্‌ফে আহলী বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ: এ ধরনের ওয়াক্‌ফ হচ্ছে ওয়াকিফের পরিবারের বা বংশের কোনো সদস্য কিংবা তাঁর আত্মীয়স্বজনের কেউ এর মুনাফার স্বত্বভোগী হবে। এমনকি ওয়াকিফ নিজেও তা ভোগ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে ওয়াকিফ নিজেই শর্ত নির্ধারণ করেন। এ ধরনের ওয়াক্‌ফ-এ আরেকটি নাম "ওয়াক্‌ফে আল-আওলাদ"। বর্তমানে এ ধরনের ওয়াক্‌ফ তুলনামূলকভাবে কম, যদিও আমাদের দেশে ওয়াক্‌ফ শুরু হয়েছিল এ প্রকারের ওয়াক্‌ফ-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক "ওয়াক্‌ফে আল-আওলাদ" বা "পারিবারিক ওয়াক্‌ফ" আইনের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ আইন সূচনা (আহমাদ, ২০১০)।

খ) ওয়াক্‌ফে খাইরী বা দাতব্য ওয়াক্‌ফ: এটা এমন ওয়াক্‌ফ যার মুনাফা থেকে বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্পে সাহায্যে ব্যয় করা হয়। যেমন মসজিদ, মাদরাসাহ, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, ইয়াতিমখানা, ঈদগাহ ইত্যাদি পরিচালনা। এছাড়াও সকল প্রকার কল্যাণকর কাজের সাহায্যে ব্যয় করা হয়। যেমন ফকির, মিসকিন, পঙ্গু, বিধবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থের, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। এ ধরনের ওয়াক্‌ফকে আমাদের দেশে "ওয়াক্‌ফ ফি-সাবিলিলল্লাহ" বলে (মিয়া, ২০১৩)। বাংলাদেশে এ ধরনের ওয়াক্‌ফ-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

গ) ওয়াক্‌ফ মুশ্‌তারাক: এটি হচ্ছে পূর্বে উল্লিখিত দু'প্রকার ওয়াক্‌ফ-এর সমাহার (আল-কুরাহদাগি, ২০০১)। ওয়াক্‌ফ মুশ্‌তারাক-এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে: কোনো ওয়াক্‌ফ-এর মুনাফা শুরুতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত চ্যারিটি প্রকল্পের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য ওয়াক্‌ফ করা। অথবা শুরুতে ওয়াক্‌ফটির মুনাফা নিজ সন্তান-সন্ততি অথবা আত্মীয়স্বজনের কল্যাণে ব্যয় হবে, অতঃপর নির্দিষ্ট সময় শেষে তা অন্য কল্যাণকামী দাতব্য প্রকল্পের লক্ষ্যে ব্যয় করা হবে। অপরটি হচ্ছে: ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের মুনাফার কিয়দংশ ওয়াকিফের সন্তান-সন্ততি অথবা আত্মীয়বর্গের কল্যাণে বরাদ্দকরণ এবং বাকি অংশ কোনো চ্যারিটি প্রকল্পের কল্যাণে বরাদ্দকরণ। এ প্রকারের ওয়াক্‌ফ-এর আমাদের দেশে খুব একটা নজির পাওয়া যায় না। হতে পারে পদ্ধতিটি ব্যাপারে বাংলাদেশের মুসলমানগণ অজ্ঞ অথবা অনভ্যস্ত।

দ্বিতীয়ত: ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের ধরন হিসেবে ওয়াক্‌ফ দু'প্রকার

ক) সরকারি ওয়াক্‌ফ: সরকারি ওয়াক্‌ফ বলতে এমন ওয়াক্‌ফ-সম্পত্তি বুঝায় যা সরকারি ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের বা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালনা, দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয়। বাংলাদেশে সরকারি ওয়াক্‌ফ বলতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক যে সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা, দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকে বুঝায়। আমাদের দেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অধীনে মোট ৩৭,০১০টি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রয়েছে, এর মাঝে ১৩,৮০৮টি হচ্ছে ভূমি জাতীয় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, যার পরিমাণ ৬,০৬,১১২.২৩২ একর। অর্থাৎ ২,৪৫,৪৭,৫৮,৫৩৯.৬০ বর্গমিটার প্রায়। তাছাড়া মসজিদের সংখ্যা ৯,৩৯৫টি ও অন্যান্য জাতীয় ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩৮০৭টি। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সংখ্যা ২০,৫৩৬টি এবং

১৩৯,২৫৬টি অ-তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক পর্যায়ক্রমে তালিকাভূক্ত করা হবে (বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের প্রতিবেদন, ২০১৬)।

খ) বেসরকারি ওয়াক্‌ফ: বেসরকারি ওয়াক্‌ফ বলতে ঐ সমস্ত ওয়াক্‌ফকে বুঝায় যা সরকারের ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের বা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তালিকাভুক্ত ও পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ ওয়াক্‌ফ তালিকাভুক্ত নয়, ফলে ওয়াক্‌ফ আইন এগুলোকে স্পর্শ করে না, এগুলোর ব্যবস্থাপনা বেসরকারিভাবেই চলছে (মিয়া, ২০১৩)। ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক পরিসংখ্যানে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অফিসে তালিকাভুক্ত বেসরকারি ওয়াক্‌ফ ২,২৬২টি। এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ, আহছানিয়া মিশন, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম এবং বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডুজ পরিচালনাকারি কনভেনশনাল ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব।

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীনকালে বঙ্গে (বাংলাদেশে) ওয়াক্‌ফ প্রচলন সর্বপ্রথম কবে থেকে শুরু হয় তার নির্দিষ্ট কোনো রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীতে এদেশে ইসলামের আগমন শুরু হয় বলে ঐ আমলেই এর কম-বেশি প্রচলন শুরু হওয়াটা স্বাভাবিক। সে সময়ে প্রবর্তিত ওয়াক্‌ফ সম্পদ সীমিত আকারের থাকায় এর কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তখন এ এলাকা কোনো ইসলামি রাষ্ট্র বা শাসনের অধীনে ছিল না। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছরের অধিককাল অত্র এলাকায় ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চালু থাকায় ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেশ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষ করে শেষ ২০০ বছর অর্থাৎ মোঘল শাসনামলে ওয়াক্‌ফ ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। এমনকি মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রায় ১০% ভূমি সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পদ ছিলো (হান্নান, ২০০৮)।

তাছাড়া প্রচুর মসজিদ, মাদ্‌রাসাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় এবং সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফ ফান্ডের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ব্যাবস্থা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলোকে দখল করে নিয়ে তাদের মর্জি মাফিক ব্যবহার করে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের দাতব্য ও কল্যাণজনক কাজগুলোর গতি রোধ করে। উল্লেখ্য, যদিও মোঘল শাসনামলে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিলো, তথাপি ওয়াক্‌ফ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌ফ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ধারা হিসেবে কোনো ওয়াক্‌ফ আইনও হয়নি। ১৮৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ ছিল জেলা পরিষদের ছত্রচ্ছায়ায়। জেলা পরিষদের কাজী, রেভিনিউ বোর্ড, কমিশন বোর্ড, কমিটি, ট্রাস্টি এসবের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ-এর ব্যবস্থাপনা চলে। ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশরা তৎকালীন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে সর্বপ্রথম ফ্যামিলী ওয়াক্‌ফ আইন জারি করে। এরপর ১৯১৩ সালে মুসলমান ওয়াক্‌ফ ভেলিডিটিং অ্যাক্ট পাস করানো হয়। পরবর্তীতে ১৯২৩ সালে মুসলমান ওয়াক্‌ফ অ্যাক্ট পাস করানো হয়। তারপর পাস হয় বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ অ্যাক্ট ১৯৩৪, যার মাধ্যমে সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফ বোর্ড তৈরি এবং ওয়াক্‌ফ কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে (তৎকালীন বেঙ্গল) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি শরিআহভিত্তিক পরিচালনার সুযোগ মিলে এবং ওয়াক্‌ফ-এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হন জেলা জজ (করিম, ২০০৯)। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ অ্যাক্ট ১৯৩৪ কার্যকর করা হয় এবং ১৯৬২ সালে প্রণয়ন করা হয় “পূর্ব পাকিস্তান ওয়াক্‌ফ আইন ১৯৬২”।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর “পূর্ব পাকিস্তান ওয়াক্‌ফ আইন ১৯৬২” থেকে “পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটি বাদ দিয়ে এবং সংশোধন করে “বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ আইন ১৯৬২” প্রণীত হয় (মিয়া, ২০১৩)। ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে “বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ আইন ১৯৬২”-এ আরো কিছু সংশোধন করা হয় (আহমাদ, ২০১০)

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন: বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তনের মাধ্যমে ১৯১৩ সালের ভেলিডেটিং অ্যাক্ট, ১৯৩০ সালে সংশোধন করে ১৯৩৪ সালের বঙ্গীয় ওয়াক্ফ আইন বা বেঙ্গল ওয়াক্ফ অ্যাক্ট-এর বলে এ সংস্থার সৃষ্টি। ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। এর একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হলো ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রণয়ন। ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রধান ভিশন ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার পাশাপাশি যে সব গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে থাকে তা হচ্ছে- ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ, হিসাব, রিটার্ন ও তথ্য সংগ্রহ, ওয়াক্ফ সম্পত্তির উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর কার্যাদিতে সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান, ওয়াক্ফ দলিলে মুতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগে নির্দেশনা প্রদান, মুতাওয়াল্লির বেআইনি কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদ, কোনো সম্পত্তি ওয়াক্ফ কি না এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান, বিচারাধীন মামলা-মোকাদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তদারকি, ওয়াক্ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। তাছাড়াও ওয়াক্ফ প্রশাসনের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে নির্মাণাধীন বহুতল (২০ তলা) ওয়াক্ফ ভবন (বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৬)।

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রধান খাতসমূহ

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ফান্ড পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের খাত রয়েছে। এগুলোকে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ আইনে "স্বত্বভোগী" অ্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াক্ফ হতে কোনো আর্থিক বা অন্যান্য বাস্তব সুবিধা পাবার অধিকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (মিয়া, ২০১৩)। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মসজিদ, স্কুল-মাদরাসা, মাযার-দরগাহ, কবরস্থান ও খানকাহ, ইয়াতিমখানা, ঈদগাহ, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবাসহ অন্যান্য জনকল্যাণ। যে সমস্ত খাত ওয়াক্ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে নিম্নে তার আলোকপাত করা হলো:

১. **মসজিদ:** বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ফান্ডের অধিকাংশই এ খাতে ব্যয় করা হয়। বলা চলে মসজিদগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ ফান্ডের বৃহত্তম সেবাখাত। দেশের মোট ১,৫০,৫৯৩টি ওয়াক্ফ সম্পত্তির মধ্যে ১,২৩,০০৬টিই হচ্ছে মসজিদ। সুতরাং দেশের প্রায় ২ লক্ষ মসজিদের ১,২৩,০০৬টি ওয়াক্ফ ফান্ড থেকে সেবা ভোগ করছে। ওয়াক্ফ স্বত্বভোগী মসজিদের মধ্যে ওয়াক্ফ প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে মাত্র ৯,৩৯৫টি। তাই দেশের ওয়াক্ফ স্বত্বভোগী মসজিদের অধিকাংশই বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তির ওয়াক্ফ সেবা পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ওয়াক্ফ ফান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশে মসজিদ নির্মাণে ও তার ব্যয়ভার বহনে কিছু বিদেশি দাতা সংস্থা ও মন্ত্রণালয়েরও অসামান্য অবদান রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ওয়াক্ফ ফান্ড আমাদের দেশে মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার পরিচালনায় প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। ফলে এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফ ফান্ডের বিশেষ ভূমিকা ফুটে উঠছে। আমাদের দেশে ওয়াক্ফ ফান্ড পরিচালিত বিখ্যাত মসজিদগুলোর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় জাতীয় মসজিদ, "বায়তুল মুকাররম", চট্টগ্রামে "আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদ" এবং অন্যান্য বাজার বা মাজার সংলগ্ন অনেক মসজিদ রয়েছে (সাদেক, ২০০২)।

২. **স্কুল-মাদরাসা:** বাংলাদেশে স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফ ফান্ড কর্তৃক সার্বিক বা আংশিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ওয়াক্‌ফ ফান্ড কর্তৃক সেবাপ্রাপ্ত মাদরাসার সংখ্যা ৮,৩১৭টি। এর মধ্যে ৫০০টি সরকারি ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে, অবশিষ্টগুলো সেবা লাভ করছে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক ওয়াক্‌ফ ফান্ড হতে (ওয়াক্‌ফ এস্টেট গণনা রিপোর্ট, ১৯৮৬)

সুতরাং মসজিদ খাতের ন্যায় স্কুল-মাদরাসা খাতেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ওয়াক্‌ফ ফান্ড পরিচালিত মাদরাসার মধ্যে অধিকাংশই কওমী (বেসরকারি) মাদরাসা। আলিয়া মাদরাসাগুলোর মধ্যেও সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি মাদরাসা ওয়াক্‌ফ ফান্ডের সেবা পাচ্ছে। ওয়াক্‌ফ ফান্ড মূলত মাদরাসাগুলোতে ভূমি ও অর্থ উভয় প্রকার সম্পদের মাধ্যমে সেবায় নিয়োজিত। মাদরাসার বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ভার বহন করে ওয়াক্‌ফ ফান্ড সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ওয়াক্‌ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাসমূহের মধ্যে রয়েছে ঢাকা, সিলেট ও পাবনায় সরকারি আলীয়া মাদরাসা, ঢাকার লালবাগে জামেয়া কুরআনিয়া কওমী মাদরাসা, চট্টগ্রামে জামেয়া ইসলামিয়া মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী ও জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় প্রসিদ্ধ অনেক মাদরাসা রয়েছে যার কল্যাণে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। মাদরাসা নামক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের সেবার অবদান চালু আছে। পরিসংখ্যানে সরকারি-বেসরকারি ওয়াক্‌ফ ফান্ডের পরিচালনায় ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রায় ৮,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব পাওয়া যায় (চেপকোনী, ২০০৮)

হামদর্দ ল্যাবরটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ বর্তমানে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করছে। আহছানিয়া মিশন পরিচালনা করছে আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও দেশের আনাচে-কানাচে অনেক স্কুল-কলেজ রক্ষণাবেক্ষণে ওয়াক্‌ফ ফান্ড তার প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে ও সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অধিক গতিশীল রেখেছে।

৩. **মাযার-দরগাহ্ ও কবরস্থান:** এখানে মাযার ও কবরস্থান বলতে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কবর এবং জনসাধারণের গণ কবরস্থানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এদেশে ইসলাম প্রচারে আগত অলী-দরবেশ ও সুফি-সাধকদের বিশেষ ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে দরগাহ ও মাযার স্থাপন করা হয়েছে। অপরদিকে, বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু গণকবরস্থানও রয়েছে যা ওয়াক্‌ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ফান্ডের মাধ্যমে পরিচালিত মাযারের সংখ্যা ১,৪০০টি এবং কবরস্থানের সংখ্যা ২১,১৬৩টি (ওয়াক্‌ফ এস্টেট গণনা রিপোর্ট, ১৯৯৮)। এসব মাযার ও কবরস্থানের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দফতরে তালিকাভুক্ত, তবে অধিকাংশই অ-তালিকাভুক্ত। যে সব মাযার-দরগাহ্ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের দফতরে তালিকাভুক্ত এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসব থেকে সরকার রীতিমত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুনাফা পাচ্ছে। তবে মাযার সংলগ্ন নয়, এ ধরনের গণকবরস্থান থেকে তেমন কোনো আয় নেই। ওয়াক্‌ফ ফান্ড পরিচালিত প্রধান প্রধান মাযারসমূহের মধ্যে রয়েছে ঢাকার মিরপুরে হজরত শাহ আলী বাগদাদী রহ.-এর মাযার, চট্টগ্রামের হজরত শাহ আমানত রহ.-এর মাযার, সিলেটে হজরত শাহ জালাল ও শাহ পরান রহ.-এর মাযার, বাগেরহাটে হজরত খান জাহান আলী রহ.-এর মাযার, এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মাযার রয়েছে। উল্লেখ্য, এসব মাযারের ওয়াক্‌ফ ফান্ডের আয়ের

পরিমাণও অনেক। কোনো কোনো মাযারের ওয়াক্ফ-এর আয় থেকে বার্ষিক ব্যয়ভার বহনের পরও প্রচুর অর্থ মূলধনের সাথে জমা হচ্ছে। এমনকি অধিকাংশ মাযারের ওয়াক্ফ ফান্ড থেকে তৎসংলগ্ন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করে দ্বীনি শিক্ষা), সরাইখানা, বার্ষিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করার পরও অতিরিক্ত মুনাফা থাকছে। এমনিভাবে ওয়াক্ফ ফান্ড মাযার কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে (আহমাদ, ২০১০)

৪. **ইয়াতিমখানা:** বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট ইয়াতিমের সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি সেবা হিসেবে পরিচিত। এ দেশের মুসলমানগণ ইয়াতিম লালন-পালনকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম বলে মনে করেন। ইয়াতিমদের রক্ষণাবেক্ষণকারী রসুল সা.-এর অতি নিকটে থাকার সুসংবাদ হাদিসে রয়েছে। ইয়াতিমদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অতীব কল্যাণকর কাজ বলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াক্ফ ফান্ড দ্বারা ইয়াতিমখানা চালু রয়েছে। বাংলাদেশের শত শত ইয়াতিমখানার অধিকাংশই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ওয়াক্ফ ফান্ডে। সরকারি পরিচালনায় ইয়াতিমখানার সংখ্যা নগণ্য, যেমন- ঢাকার আজিমপুর সরকারি ইয়াতিমখানা ও অন্যান্য কিছু ইয়াতিমখানা।

ওয়াক্ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত ইয়াতিমখানা থেকে যোগ্য, শিক্ষিত ও আল্লাহভীরু প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। এসব ইয়াতিম সেবায় ওয়াক্ফ ফান্ডের সহযোগিতা সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ওয়াক্ফ ফান্ডের সাহায্যে অসহায় ইয়াতিমগণ তাদের শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার অধিকার লাভ করে তারা নিজেরাও সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৫. **ঈদগাহ:** ওয়াক্ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত ভূমি জাতীয় ওয়াক্ফ সম্পদ খাতগুলোর মধ্যে ঈদগাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশে সরকারি ওয়াক্ফ ফান্ড পরিচালিত ঈদগাহসমূহ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো রেকর্ড নেই। তবে ওয়াক্ফ ফান্ড নির্ভরশীল সর্বমোট ঈদগাহের সংখ্যা ৫৫,৫৮৪টি (চেপকোনী, ২০০৮)। অধিকাংশ ঈদগাহ ব্যক্তি বা সংস্থা ও সমিতি কর্তৃক ওয়াক্ফকৃত। ওয়াক্ফ ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত ঈদগাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকার জাতীয় ঈদগাহ মাঠ, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ যা এদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাতের স্থান হিসাবে সুখ্যাত। এ মাঠের বর্তমান জমির পরিমাণ প্রায় ৭ একর। এর মধ্যে শুধু মাঠের জমি হচ্ছে ৬.৬১ একর। ঈশা খাঁর ৬ষ্ঠ বংশধর দেওয়ান হজরত খানের উত্তরসূরী দেওয়ান মান্নান দাদ খান ১৯৫০ সালে ৪.৩৫ একর জমি শোলাকিয়া ঈদগাহকে ওয়াক্ফ করে দেন। তবে ১৭৫০ সাল থেকে এখানে ঈদের জামাত হয়ে আসছে। সে হিসেবে এর বয়স ২৬২ বছর (সাদী, ২০১৮)। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে বেসরকারি ওয়াক্ফ ফান্ড ঈদগাহ খাতে সেবা দানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এমনিভাবে ওয়াক্ফ ফান্ড সামাজিক উন্নয়নে প্রতিনিয়ত অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

৬. **স্বাস্থ্যখাত:** অন্যান্য খাতের ন্যায় স্বাস্থ্যখাতে ওয়াক্ফ ফান্ডের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার ওয়াক্ফ ফান্ড স্বাস্থ্যখাতের প্রকল্পসমূহে আংশিক বা দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রগামী। যেখানে সরকারি ওয়াক্ফ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্লিনিক মাত্র ৫টি, সেখানে বেসরকারিভাবে বহু হাসপাতাল, ক্লিনিক ও দাতব্য চিকিৎসালয় চালু রয়েছে। ওয়াক্ফ ফান্ডে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে প্রথম স্থানে রয়েছে হামদর্দ ল্যাবটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ। হামদর্দ ওয়াক্ফ প্রায় ১০৫ বছর পূর্বে হাকিম হাফিজ আব্দুল মজিদ-এর হাতে ১৯০৬ সালে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যসেবায় এর নামকরণ যথার্থ। গুণগত মানের কারণে হামদর্দ-এর ঔষধ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২০১০-২০১১ সালে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে (যায় যায় দিন ২৫ জুলাই, ২০১১)। উল্লেখ্য, সেবার অবদান হিসেবে হামদর্দ ওয়াক্ফ প্রায় ২০০ মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করে দেশে সর্বত্র বিশেষস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। হামদর্দ কর্তৃক স্বাস্থ্য সেবার জন্য ১২৮ প্রকার ঔধুষ নিজস্ব প্রডাক্টস্ হিসাবে চালু রয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও মানব সেবার পাশাপাশি হামদর্দের অন্যতম সেবা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা।

ওয়াক্ফ ফান্ডের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন এবং আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য সেবায় আহ্ছানিয়া মিশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হচ্ছে ঢাকার মিরপুর ও উত্তরায় আধুনিক সরঞ্জামাদি সম্বলিত দুটি ক্যান্সার হাসপাতাল। অন্যদিকে আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামও ওয়াক্ফ ফান্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষ করে মুসলমানদের বেওয়ারিশ লাশ ও অসামর্থ লোকদের লাশ বহন ও দাফন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস।

৭. **সামাজিক ও কল্যাণমুখী খাত:** পূর্বোল্লেখিত খাতসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যাণমুখী খাতে ওয়াক্ফ ফান্ড বিভিন্ন পন্থায় সেবা দিচ্ছে। যেমন- দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কর্ম। এসবের আংশিক কার্যক্রমে, বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক "মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্ট" চালু করেছে। সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক লি., ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এবং এক্সিম ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্ট চালু করেছে। এসব একাউন্টে জমাকৃত টাকার মুনাফার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যাণমুখী খাতে দান করা। এ সমস্ত ক্যাশ ওয়াক্ফ থেকে সুদ মুক্ত পদ্ধতিতে গরিব ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে।

এমনিভাবে ওয়াক্ফ ফান্ড বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে সেবা দিয়ে প্রেক্ষিত সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় প্রতীয়মান সমস্যা ও প্রস্তাবিত সমাধান

এদেশের ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। এর প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো ও প্রস্তাবিত সমাধান সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিম্নে পেশ হলো:

১. **ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি:** অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি সমস্যা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি নিঃসন্দেহে জঘণ্য অপরাধ। সুতরাং প্রত্যেকে আত্মসচেতন, সততা, ন্যায় ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে, আল্লাহভীতি ও সচেতনতায় থেকে দুর্নীতিমুক্ত ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা করলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

২. **প্রশাসনে জনশক্তির ঘাটতি:** সরকারিভাবে আমাদের ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় জনশক্তি অপ্রতুলতা একটি বড় সমস্যা। ওয়াক্ফ প্রশাসনের হালনাগাদ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১০৪৮ জন জনবলের কাজ চালানো হচ্ছে মাত্র ১১১ জনবল দিয়ে। সুতরাং আমাদের ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নমুখী করতে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় জনশক্তি বৃদ্ধি সময়ের দাবি। দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিলেই প্রশাসনে জনশক্তি ঘাটতি কাটানো সম্ভব।

৩. **মুতাওয়াল্লীর অযোগ্যতা:** ওয়াক্ফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্বশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি আল্লাহর সম্পদ, আর ইহা দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মুতাওয়াল্লীর। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ওয়াক্ফ-এর জন্য নিয়োগকৃত মুতাওয়াল্লীগণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও

দক্ষতার অভাব। তাই প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ, দক্ষ, সচ্চরিত্রবান ও গুণগত মানসম্পন্ন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ দেয়া ব্যতিত এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব ।

৪. **ওয়াক্ফ সম্পত্তির চাঁদা থেকে আয় সংক্রান্ত অনিয়ম:** আমাদের দেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তির নিয়ম অনুযায়ী মুতাওয়াল্লীর মাধ্যমে ওয়াক্ফের প্রকৃত আয়ের বার্ষিক শতকরা নির্দিষ্ট হারে ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে চাঁদা প্রদান করতে হয়। দুঃখের বিষয় যে, উক্ত চাঁদা প্রদানে বিলম্ব, নিয়মিত না দেয়া, সম্পূর্ণভাবে না দেয়া, অস্বীকার করা এ ধরনের বিভিন্ন অনিয়ম রয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণে প্রয়োজন আমানতদার ও নৈতিক গুণ সমৃদ্ধ মুতাওয়াল্লী নিয়োগ দেয়া। পাশাপাশি আইনগত পদক্ষেপে নমনীয়তা পরিহার করে প্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন করা।

৫. **ওয়াক্ফ সম্পত্তি জবর দখল:** বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তি জবর দখল এবং অনধিকার প্রবেশ প্রতিনিয়ত ব্যাপার, বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের প্রভাবশালী, ধনাঢ্য ও আধিপত্য বিস্তারকারী ব্যক্তিগণই এসব অপরাধের মূল চক্র। উক্ত সমস্যা সমাধানে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। ওয়াক্ফ সম্পত্তি আল্লাহর সম্পদ। এ মানসিকতা অন্তরে রেখে দল মত নির্বিশেষে সকলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর সম্পদ জবর দখলের পরকালিন পরিণাম যে ভয়াবহ তা সর্বদা স্মরণ রাখলেও ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সঠিক নিয়ন্ত্রণ চালু রাখলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৬. **বিনিয়োগ ব্যবস্থার অভাব:** অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বাংলাদেশ ওয়াক্ফ আইন **১৯৬২**-এর মধ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোনো দিক নির্দেশনা নেই। ফলে সরকারিভাবে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপের কোনো নজির ইতোপূর্বে ছিল বলে আমার জানা নেই। তবে প্রণীত ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ কার্যকর হলে বিনিয়োগ ব্যবস্থার অভাব দূর হবে বলে আশা করা যায়। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কিছুটা বিনিয়োগ থাকলেও আরো অধিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। কেননা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা ও ওয়াক্ফ সম্পদের ব্যাপক বৃদ্ধি সম্ভব। উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতি বছর ৩২৩.৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার আয় সম্ভব। এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের কিছু দেশ থেকে অভিজ্ঞতা নেয়া যেতে পারে।

৭. **শরয়ী’ তত্ত্বাবধানের অভাব:** ওয়াক্ফ এর কোনো শরিআহ কাউন্সিল নেই। এর ফলে শরয়ী’ দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ওয়াক্ফ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এ সমস্যার সমাধানে ইসলামি ব্যাংকগুলোর ন্যায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ উলামাদের সমন্বয়ে শরিআহ কাউন্সিল গঠন করা জরুরি।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ওয়াক্ফ নিঃসন্দেহে একটি সার্বিক কল্যাণমুখী ঐতিহ্যবাহী ইসলামি প্রতিষ্ঠান। ওয়াক্ফ ফান্ড ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে যুগে যুগে বহুমুখী সেবা দিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে তার মূল্যায়ন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য এবং ওয়াক্ফ সম্পদ-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নমুখী ধারাকে অব্যাহত রাখতে সকলের সঠিক ভূমিকা পালন একান্ত কাম্য। এর মিশনকে আরও ফলপ্রসূ ও বাস্তবমুখী করার জন্য এর মূল স্বকীয়তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক রেখে উন্নত সেবার লক্ষ্যে কাজ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আমার একটি পৃথক প্রস্তাব, গবেষণার মাধ্যমে আধুনিকভাবে যারা ওয়াক্ফ ফান্ড আরো অধিক মুনাফার দ্বারে নিচ্ছে তাদের অনুসরণ করত: আমাদের দেশের বিশাল ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রগুলো আরো অধিক ফলপ্রসূ করা। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকল ওয়াক্ফ সম্পদ নিবন্ধন করা এবং নিষ্ঠাবান ও দক্ষ

ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের তত্বাবধানে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ করা। আরব বিশ্বের কোনো কোনো দেশ এ ধরনের বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু রেখে ওয়াক্ফ সম্পদে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। ফলে তাদের ওয়াক্ফ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে ঐ সকল দেশের পদ্ধতি ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেয়ার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি আমাদের ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি নিরসনে যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে এর মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা করা।

References

Abu E'sa, A. A. T. (1996). Bab fil waqf, Hadith No. 1735, Vol. 3, p. 53, Darul Garbil Islami, Beirut, Lebanon.

Abu Zahrah, M. (1971). Mohadaraat fil waqf, Darul Fikril Arabi, Cairo, p. 41.

Ahmad, M. and Saifullah, M. (2010). Management of waqf estates in Bangladesh: Towards a sustainable policy formulation (see:www.waqfacademy.org/ http://www.iefpedia.com).

Al-Bukhari, M. I. I. (2002). Al-Jame' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mokhtasar Min Omuri Rasulillahi Wa Sunanihi Wa Aiyaamihi (Sahi Bukhari), Kitabot Tafseer, Hadith No. 4623, Dar Ibn Kathir, Beirut, Lebanon.

Al-Darwiesh, A. I. Y. (1420). Al-Waqf Mashruiyaatoho Wa Ahammiatohul Hadariyaah, Nadwatul Makanatol Waqfi Wa Aatharohu fi Al-Da'wati Wa Al-Tanmiyaah, 18-19 Shawal, Holy Makkah, p. 29.

Al-Halwaji, J.M. (2013). Ta'reeful Waqf Wa Tareekhoho.

Al-Hattab, M. I. M. (1992). Mawahibul Jalil Li Sharhi Mokhtasaril Khalil, Darul Fikr, Vol. 6, p. 626.

Al-Hijazi, M. I. A. I. M. (2002). Kitabul Iqna' Fi Fiqhil Imam Ahmad Ibn Al-Hanbal, Kitabul Waqf, Darul Ma'rifah, Beirut, Vol. 2, p. 3.

Al-Musli, A. F. M. A. I. M. (1990). Matba'atul Azhar, p. 297.

Al-Naham, S. (2011). Masael waqf, Majallat-Al-Wayi' Al-Islami Al-Shahriyah, No. 551.

Al-Qodori, A. I. M. (1992). Al-Mokhtasarul Qodori, Darul Kotob Al –I'lmiyaah, Beirut, p. 127.

Al-Qurah Daghi, A. M. (2001). Istithmarul Waqf Wa Toroqohul Qadimah Wal Hadithah, Majmaul Fiqhil Islami, 13th Annual Seminar in Kuwait, December.

Al-Qurtobi, M. I. A. (1964). Al-Jami' Li Ahkamil Quran, Darul Kotobil Misriyyah, Cairo, 1964, Vol. 3, p. 336.

Al-Qushairi, M. I. A. H. (1991). Al-Sahih Li Muslim, Kitabul Wasiyyah, Hadith No. 1631, Dar Ihiyaul Kotobil Arabiyyah, Beirut, Lebanon.

Bangladesh Waqf Proshasoner goto sat bochorer. (2008-2015). karjokromer protibedon prokash (Nov. 2016 AD) and see: www.waqfbd.com

Burhan Puri, S. N. & Others. (1310 H). Fatwae Alomgiri, Arabic, Waqf Chapter, Darul Fikr, Damascus, 2nd Edition, Vol. 2, pp. 352-353.

Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge, the Islamic Academy, Merkfield Dawah Centre, UK, p. 360.

Chepkwony, K. C. (2008). Islamic Philnthropy: The Case of waqf in Poverty Alleviation and Social and Economical Development, Bologna University.

Daily Jai Jai Din, (2011). Retrived from www.hamdard.com

Hannan, S. A. (2008). Daridro Bimochone Waqf, khodro biniog, zakat o ushorer bhomika (Islamic Bank Bangladesh Ltd. Ayojito "Daridro Bimochone Waqf, khodro biniog, zakat o ushorer bhomika" Alochona Sobha o Iftar Mahfile Oposthapito Mool Probondo).

Holy Quran

Ibn Al-Homam, K. I. M. I. A. W. H. (2003). Fathul Qadir, Darul Fikr, Beirut, 2003 AD, Vol. 6, p. 203.

Ibn Khaldoon, A. R. (2005). Mokaddimato Ibn Khaldon, Khazanato Ibn Khaldon, Vol. 3, p. 842.

Ibn Majah, M. I. Y. (1991). Sunan Ibn Majah, Bab Sawab Mualliminnasi Khair, Hadth No. 242, Dar Ihiyaul Kotobil Arabiyyah, Beirut, Lebanon.

Ibn Manzoor, M. M. I. A. (1414 AH). Lisaan-Al-Arab, Dar Sadir, Beirut, Vol. 9, p. 359.

Ibn Qodamah, M. A. (1997). Al-Mogni Al-Kabir, Daru A'lamil Kitab, Riyadh, KSA, Vol. 8, p.185.

Karim, M. F. (2009). Problems and prospects of awqaf in Bangladesh: A legal perspective, International Islamic University, Malaysia (see: https://kantakji.com)

Mia, S. R. (2013). Waqf bisoyuk ayin, New Warsy Book Corporation, 2013 AD, p. 23.

Press Release. (2011). *Harvard Gezzete*, 22, 2011 AD.

Report on the Census of Waqf Estates. (1986). Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Government of Bangladesh.

Report on the Census of Waqf Estates. (1998). Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Government of Bangladesh.

Sadeq, M. A. H. (2002). Waqf Perpetual Charity and Poverty Alleviation, *International Journal of Social Economics*, 29(1/2): 135-151.

Sadi, A. H. (2018). *Dhaka Times*, 13 June, 2018 AD.